ইরানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক চাপ আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, কূটনৈতিক আলোচনার পথ এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। এছাড়া হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা রাখছে বলেও দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় সময় সোমবার (১৩ জুলাই) রেডিও উপস্থাপক হিউ হিউইটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া সমঝোতা স্মারকের শর্ত পূরণ করেনি। তার দাবি, ওয়াশিংটনের সামরিক ও কৌশলগত পদক্ষেপের কারণে তেহরান এখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারেনি।

ট্রাম্পের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, ইরানের সামরিক সক্ষমতা আগের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা কার্যকর প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে না।

সাক্ষাৎকার প্রচারের কিছু সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানায়, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে টানা তৃতীয় রাতের মতো ইরানের বিভিন্ন স্থানে নতুন অভিযান শুরু করেছে মার্কিন বাহিনী।

এদিকে, ট্রাম্প ইরানের ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক স্থাপনা হিসেবে পরিচিত ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’ নিয়েও মন্তব্য করেন। নাতাঞ্জ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এই স্থাপনাটি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সামরিক লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

তার দাবি, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে এলাকাটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজন হলে সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালনার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পিকঅ্যাক্স মাউন্টেনের ভূগর্ভস্থ স্থাপনাগুলো অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে নির্মিত হয়েছে। ফলে প্রচলিত বাঙ্কার-ভেদী অস্ত্র দিয়েও এসব স্থাপনা পুরোপুরি ধ্বংস করা কঠিন হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে ট্রাম্পের এমন মন্তব্য অঞ্চলজুড়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র: সামা টিভি